পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে

মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন

লেখক ঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুর্তাজা আসকারী

মুখবন্ধ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালের আশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"

(সূরা আহযাবঃ ২১)

" কোরআন ও সুন্নাহকে কেন্দ্র করে ঐক্য"

بسم الله الرّحمن الرّحيم

اَلحَمدُ لِلّه رَبّ العالَمين وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلي مُحَمَّد وَ اٰلِهِ الطّاهِرينَ وَ السَّلامُ عَلي اَصحابِهِ البَرَرَةِ المَيامين..

আমরা ঐক্যবদ্ধ মুসলমানরা, ভেতর থেকে ও বিরোধপূর্ণ বিষয়ের পথে নিজের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়েছি এবং ইসলামের শত্রুরা বাইরে থেকে ও আমাদের অজানা পথে আমাদের ঐক্যকে বিভক্তিতে পরিণত করেছে; আর এভাবে আমাদের মর্যাদাকে দুর্বল করে দিয়েছে। একইভাবে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদেরকে দুর্বল করে দিয়েছে। ফলে আমাদের মাঝে ফাঁটল ধরেছে। অথচ মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ

"এবং আনুগত্য কর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এবং পরস্পর বিবাদ করোনা, (করলে) দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে।" (সূরা আনফালঃ ৪৬)

হ্যাঁ,

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

"যে মুসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন, তা তোমাদের হাতে অর্জিত। আর আল্লাহ অধিকাংশই (বহু অপরাধ) ক্ষমা করে দেন।" (সূরা শূরাঃ ৩০)

সুতরাং এখন থেকে প্রতিদিন আমরা 'কোরআন ও সুন্নাতে'-র দিকে প্রত্যবর্তন করব এবং 'কোরআন ও সুন্নাতের' ভিত্তিতে আমাদের একাকে প্রতিষ্ঠিত করব। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

“কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতভেদ কর, তবে তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের কাছে উপস্থাপন কর।” (সূরা নিসাঃ ৫৯)

আমরাও এ ধারাবাহিক আলোচনায় ‘কোরআন ও সুন্নাহর’ দিকে প্রত্যাবর্তন করব এবং বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমাদের পথের স্পষ্টকারী উপকরণকে ‘কোরআন ও সুন্নাহ’ থেকে গ্রহণ করব যাতে (আল্লাহর অনুমতিতে) তা আমাদের মাঝে পুনরায় ঐক্য ও বন্ধনের কারণ হয়।

প্রত্যাশা এটুকুই যে, মুসলিম মনীষী ও চিন্তাবিদগণ এ ক্ষেত্রে আমাদের সাথে থাকবেন এবং নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করবেন।

--- সাইয়্যেদ মুর্তাজা আসকারী

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে
মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন
লেখক ঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুর্তাজা আসকারী (র.)
অনুবাদ ঃ মোঃ মাঈন উদ্দিন তালুকদার
সম্পাদনা ঃ ইসলামী সম্পাদনা পরিসদ
প্রকাশনা ঃ 'একরা' সাতক্ষীরা, বাংলাদেশ
ছাপাখানা ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৮ ইং- সন/১৪২৯ হিজরী
সংখ্যা ঃ ৩০০০ কপি
বই অনুবাদের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন
' আল্ মুস্তাফা (স.) আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়'
কোম, ইরান।

সুচীপত্র

ক – মহানবী (সাঃ) মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদতে উৎসাহিত করেছিলেন এমন হাদীসসমূহ ঃ-৬
সাদ ইবনে উবাদার অসুস্থতায় মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন-৬
পুত্র ইব্রাহীমের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন ঃ-৬
স্বীয় নাতির জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন-৭
স্বীয় চাচা হযরত হামযার জন্য হযরত মহানবীর (সাঃ) ক্রন্দন-৭
মুতার যুদ্ধে শহীদদের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দনের ঘটনা সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে-৭
জাফর ইবনে আবি তালিবের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন-৮
মা আমিনার কবরে মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন-৮
নাতি হুসাইন (আঃ)-এর জন্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন-৮
(১) উম্মুল ফায্লের হাদীস ঃ-৮
(২) যয়নাব বিনতে যাহাশের বর্ণনা ঃ-৯
(৩) হযরত আয়েশার বর্ণনা ঃ-৯
(১) উম্মে সালমার বর্ণনা ঃ-১০
(২) আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা ঃ-১১
খ – যেসব রেওয়ায়েতে বলা হয় যে মহানবী (সা.) কাঁদতে নিষেধ করেছেন সেগুলোর উৎস ঃ-১১
হযরত আয়েশার মাধ্যমে হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন-১২
আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত ওমরকে (ক্রন্দনে) নিষেধ করতে বারন করেছেন-১৩
গ. বর্ণনাগুলোর তুলনা ও ফলাফল-১৪

ক – মহানবী (সাঃ) মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদতে উৎসাহিত করেছিলেন এমন হাদীসসমূহ ঃ

সাদ ইবনে উবাদার অসুস্থতায় মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেনঃ সাদ ইবনে উবাদা অসুস্থ হয়েছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। সাদ ইবনে উবাদাহর শিয়রে পৌঁছুলে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। মহানবী (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'সে কি মৃত্যুবরণ করেছে?' কেউ বললেনঃ না, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)। তখন মহানবী (সাঃ) কাঁদলেন। রাসূল (সাঃ)-কে কাঁদতে দেখে লোকজনও কাঁদতে লাগলো। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ ওহে, তোমরা কি শুনতে পাও না? মহান আল্লাহ মৃতব্যক্তির কারণে ক্রন্দনের জন্য শাস্তি দেন না বা ভারাক্রান্ত হৃদয়ের ওপরও শাস্তি দেন না। কিন্তু এর (নিজ জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে) জন্য শাস্তি কিংবা পুরস্কার দেন। [১]

পুত্র ইব্রাহীমের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন ঃ

সহীহ বোখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে ইবনে আবি দাউদ ও সুনানে ইবনে মাজাহ-তে আনাস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন [২]ঃ আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সাথে প্রবেশ করলাম – ইব্রাহীম মুমূর্ষ অবস্থায়। মহানবীর চোখ অশ্রুসজল হলো। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আপনিও ? তিনি (সাঃ) বললেন, আউফের পুত্র ! এটি হলো রহমত। এরপর আরো বলেন, (তুমি কি ঠিক দেখতে পাচ্ছো?) আমাদের চোখগুলো কাঁদছে, হৃদয় ভারাক্রান্ত, কিন্তু যা কিছু মহান আল্লাহকে তুষ্ট করে তা ছাড়া অন্য কিছু কখনোই মুখে আনবো না। হে ইব্রাহীম! সত্যিই আমরা তোমার বিরহে ব্যথাতুর।[৩]

এ হাদীসটি সুনানে ইবনে মাজাতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ যখন রাসূলের (সাঃ) পুত্র ইব্রাহীম মৃত্যুবরণ করেন তখন তিনি (সাঃ) উপস্থিত লোকদের বলেন, 'তাকে কাফনে ঢেকে দিও না, (শেষ বারের মত) তাকে দেখবো।' এরপর তার শিয়রে আসলেন ও তার ওপর ঝুঁকে পড়ে তিনি (সাঃ) কাঁদলেন। [৪]

সুনানে তিরমিযিতে বর্ণিত হয়েছে ঃ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আউফের হাত ধরে তার সাথে নিজ ছেলে ইব্রাহীমের মাথার কাছে আসলেন এবং মুমূর্ষু শিশুকে কোলে তুলে নিলেন ও কাঁদতে শুরু করলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন ঃ 'আপনি কি কাঁদছেন! আপনিও কাঁদতে নিষেধ করেন নি?' তিনি (সাঃ) বললেন ঃ 'না, আমি দু'দল

১। সহীহ মুসলিম, ২য়. খন্ড পৃ. ৬৩৬, কিতাবুল জানায়িয ৬ষ্ঠ অধ্যায়।
২। সহীহ বোখারীর বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত ।
৩। সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৮০৮, কিতাবুস সাবিয়ান; সুনানে আবি দাউদ, ৩য় খন্ড পৃ. ১৯৩, আলবুকা আলাল মাইয়্যেত; সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খন্ড, পৃ. ৫০৭; সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৮
৪। সুনানে ইবনে মাজা ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৩, কিতাবুল জানায়িয ।

পাপাচারী ও নির্বোধের আর্তনাদ ও আর্তচিৎকারে বাধা দিয়েছিলাম, যারা মুসিবতের সময় মুখ আঁচড়ায় এবং জামার কলার ছিঁড়ে ফেলে ও শয়তানী চিৎকারে লিপ্ত হয়'। [৫]

স্বীয় নাতির জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

সহীহ বোখারীতে, সহীহ মুসলিমে, সুনানে আবি দাউদ ও সুনানে নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে ঃ মহানবীর (সাঃ) কন্যা তাঁর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আমাদের কাছে আসুন। আমার একটি সন্তান মুমূর্ষু অবস্থায়। মহানবী (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং সা'দ ইবনে উবাদাহসহ কয়েকজন সাহাবাকে সাথে নিয়ে তাদের কাছে আসলেন। মুমূর্ষু শিশুকে হযরতের (সাঃ) কাছে নিয়ে আসা হলো। মহানবীর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সা'দ বললো ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা একি দেখছি ? মহানবী (সাঃ) বললেন, "এটি হলো সেই রহমত ও মমতা যা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে স্থাপন করেছেন। আর মহান আল্লাহ একমাত্র নিজের দয়ালু ও মেহেরবান বান্দদেরকেই রহমত ও ক্ষমা করে থাকেন।[৬] "

স্বীয় চাচা হযরত হামযার জন্য হযরত মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

তাবাকাতে ইবনে সা'দ, মাগাযীয়ে ওয়াকেদী, মুসনাদে আহমাদসহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধের পর যখন আনসারদের ঘর থেকে তাদের শহীদদের জন্য কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন তখন রাসূলের (সাঃ) চোখও অশ্রুসজল হলো। রাসূল (সাঃ) কেঁদে বললেন ঃ হায় আফসোস ! হামযার জন্য কোন ক্রন্দনকারী নেই! সা'দ ইবনে মায়ায একথা শুনতে পেলেন এবং বনি আব্দুল আশ্‌হালের নারীদের নিকট ছুটে গেলেন। তিনি মহানবীকে (সাঃ) সমবেদনা জানাতে ও তাদেরকে হামযার জন্য কাঁদতে আহবান জানালেন। মহানবী (সাঃ) তার জন্য দোয়া করলেন এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। এ ঘটনার পর আনসারদের নারীরা প্রথমে হামযার জন্য কাঁদতো, অতঃপর নিজেদের মৃতদের জন্য কাঁদতো।[৭]

মুতার যুদ্ধে শহীদদের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দনের ঘটনা সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে

মহানবী (সাঃ) যায়েদ, জাফর ও ইবনে রাওয়াহা শহীদ হওয়ার পূর্বেই (কিভাবে শহীদ হবেন) তাদের শাহাদাতের সে খবর মানুষকে দিয়েছিলেন। তিনি

৫। সুনানে তিরমিযি, খণ্ড-৪ পৃ. ২২৬, কিতাবুল জানায়িয ' আর রুখসাতু ফিল বুকা আলাল মাইয়্যেত অধ্যায়। এ হাদীসটি আহলে সুন্নাতের হাদীস বিশারদ ও আলেমগণের কাছে হাসান হাদীস হিসেবে পরিগণিত।

৬। সহীহ বোখারী, কিতাবুল জানায়িয , কাউলুন নাবী (সাঃ) অধ্যায়, কিতাবুল মারদ্বা, ইবাদাতুস সাবিয়ান অধ্যায় ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩ ও ১৯১, কিতাবুত তাওহীদ, " ইন্না রাহমাতাল্লাহি ক্বারিবুম মিনাল মুহসিনীন, অধ্যায়; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয , "আলবুকাউ আলাল মাইয়্যেত " অধ্যায় ২য় খন্ড পৃ. ৬৩৬ হাদীস ১১; সুনানে আবি দাউদ, কিতাবুল জানায়িয , " আলবুকাউ আলাল মাইয়্যেত" আধ্যায় ৩য় খণ্ড পৃ. ১৯৩, হাদীস-৩১২৫; সুনানে নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড পৃ. ২২, কিতাবুল জানায়িয , " আল-আমর বিল ইহতিসাব ওয়াস সাব্‌র" অধ্যায়; মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড পৃ. ২০৪, ২০৬, ২০৭।

৭। এ ঘটনাটি " তাবাকাতে ইবনে সা'দ"-এর ৩য় খণ্ডে হযরত হামযার জীবনী অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে পৃ. ১১,প্রকাশকাল ১৩৭৭ হিজরীতে বৈরুতের দারুস সাদির প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত। বর্ণনাটি 'মাগাযীয়ে ওয়াকেদী' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫-৩১৭ এ আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০, 'তারিখে তাবারি, ৩য় খণ্ড পৃ. ৫৩২ মিশর থেকে প্রকাশিত। 'সিরাতে ইবনে হিশাম ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫০ ইবনে আব্দুল বার "ইস্তিয়াব গ্রন্থে এবং ইবনে আসির " উসদুলগাবা"- গ্রন্থেও সংক্ষিপ্তাকারে হামযার জীবনীতে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

(সাঃ) বলেন, "যায়িদ পতাকা তুলে নিলেন, আঘাত পেলেন ও শহীদ হলেন। অতঃপর জা'ফর পতাকা তুলে নিলেন। তিনিও শহীদ হলেন! অতঃপর ইবনে রাওয়াহা পতাকা তুলে নিলেন ও শহীদ হলেন। মহানবী (সাঃ) এ কথাগুলো যখন বলছিলেন তাঁর তখন চোখ থেকে অশ্রুধারা ঝর ছিলো।[৮]

জাফর ইবনে আবি তালিবের জন্য মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

ইসতিয়াব, উসদুল গাবা, ইসাবা, তারিখে ইবনে আসির এবং অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, (সংক্ষেপে) ঃ

যখন জাফর এবং তাঁর সাথীরা শহীদ হলেন মহানবী (সাঃ) তার গৃহে গেলেন ও তার সন্তানদের ডাকলেন। তিনি (সাঃ) (অশ্রুসিক্ত অবস্থায়) জাফরের সন্তানদের সুগন্ধ নিলেন (ও মাথায় হাত বুলালেন)। জাফরের স্ত্রী আসমা বললেন ঃ

আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, কি আপনাকে কাঁদালো? জাফর ও তার বন্ধুদের কোন খবর কি আপনার কাছে পৌঁছেছে? তিনি (সাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, আজ শহীদ হয়েছেন।" আসমা বললেন ঃ আমি উঠে দাঁড়ালাম ও আর্তনাদ করলাম ও অন্যান্য নারীদেরকে একত্র করে হযরত ফাতেমার গৃহে গেলাম, দেখলাম হযরত ফাতেমা (আ.) কাঁদছেন এবং বলছেনঃ হায় আমার চাচা! আল্লাহর রাসূল (সাঃ) (এ অবস্থা দেখে) বললেনঃ প্রকৃতপক্ষে ক্রন্দনকারীদের জাফরের মত ব্যক্তির জন্যই কাঁদা উচিৎ।[৯]

মা আমিনার কবরে মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

সহীহ মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবি দাউদ, নাসাঈ এবং ইবনে মাযাতে বর্ণিত হয়েছে [১০]ঃ

আবু হুরায়রা বলেনঃ মহানবী (সাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করলেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদালেন।[১১]

নাতি হুসাইন (আঃ)-এর জন্য বিভিন্ন উপলক্ষ্যে মহানবী (সাঃ)-এর ক্রন্দন

(১) উম্মুল ফায্লের হাদীস ঃ

মুসতাদ্রাকে সহীহাইন, তারিখে ইবনে আসাকির, মাকতালে খাওয়ারিযমীসহ আহলে সুন্নাতের বিভিন্ন গ্রন্থে [১২] বর্ণিত হয়েছে ঃ

হারিসের কন্যা উম্মুল ফায্ল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সাঃ)-এর কাছে গেলেন ও বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমি গত রাতে দুঃখজনক এক স্বপ্ন দেখলাম ! বললেন ঃ কী দেখেছো ? জবাব দিলেন ঃ খুব কঠিন ! তিনি (সাঃ) বললেন ঃ কী হয়েছে? তখন বললেন ঃ আমি দেখলাম আপনার শরীরের একটি টুকরো আপনার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার আঁচলে এসে পড়লো!

৮। সহীহ বোখারী, খণ্ড-২ পৃ. ২০৪ কিতাবে ফাযায়েলুস সাহাবা মানাকিবু খালেদ, ইবনে কাসিরের আলবেদায়া ওয়ান নিহায়া ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৫, বায়হাকির সুনানুল কুবরা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭০, আনসাবুল আশরাফ ২য় খণ্ড,পৃ. ৪৩ শারহে ইবনে আবিল হাদিদ আলা নাহজুল বালাগা, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৭৩

৯। তারিখে ইবনে আসির , ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০, এছাড়া অন্যান্য গ্রন্থে জাফরের জীবনী অধ্যায়ে এবর্ণনাটি এসেছে।

১০। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা মতে

১১। সহীহ মুসলিম , ২য়, পৃ. ৬৭১, কিতাবুল জানায়িয , অধ্যায়-৩৬, হাদীস ১০৮ মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃঃ৪৪১, সুনানে নাসাঈ ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯০ ফিতাবুল জানায়েয, সুনানে ইবনে মাযাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ৫০১ হাদীস ১৫৭২

১২। মুসতাদরাক গ্রন্থ থেকে

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তুমি খুব ভাল স্বপ্ন দেখেছো; আল্লাহর ইচ্ছায় ফাতেমার একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করবে এবং তোমার আঁচলে জায়গা নেবে।" এর কিছুদিন পরই ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্ম হল [যেমনটি মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন] এবং তিনি আমার আঁচলে স্থান নিলেন। একদিন মহানবী (সাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং হুসাইনকে (আঃ) তাঁর কোলে রাখলাম, এর কিছুক্ষণ পর আমার থেকে তাঁর (সাঃ) দৃষ্টি অন্য দিকে গেল। হঠাৎ দেখলাম মহানবী (সাঃ)-এর দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরছে! তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী (সাঃ) ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনার কী হয়েছে ? তিনি (সাঃ) বললেন ঃ 'জিবরাঈল (আঃ) আমার সাক্ষাতে এসে আমাকে এ খবর দিলেন যে, আমার উম্মত খুব শীঘ্রই আমার এ বংশধরকে হত্যা করবে।' বললাম,'এই শিশুকে ?!' তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, সে (জিবরাঈল) আমার জন্য রক্তিম কিছু মাটিও এনেছেন।"

মুসতাদ্‌রাকে সহীহাইনের লেখক হাকিম বলেন ঃ এ হাদীসটি বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে সহীহ হাদীস। কিন্তু তারা এটি বর্ণনা করেন নি।[১৩]

(২) যয়নাব বিনতে যাহাশের বর্ণনা ঃ

তারিখে ইবনে আসাকির, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, তারিখে ইবনে কাসিরসহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য গ্রন্থে [১৪]

যয়নাব বলেন ঃ একদিন মহানবী (সাঃ) আমার ঘরে ছিলেন, সবে হাঁটতে শেখা হুসাইনকে (আঃ) আমি নজরে রাখছিলাম। হঠাৎ আমি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। এ সুযোগে হুসাইন (আঃ) আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) নিকট গেলেন। তিনি বললেন ঃ তাকে ছেড়ে দাও। (এর পর বলা হয়) অতঃপর হাত ওপরে তুললেন। এরপর মহানবী (সাঃ) নামায শেষ করলে বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ), আজ আমি আপনাকে একটি কাজ করতে দেখলাম যা এ পর্যন্ত কখনোই দেখিনি? তিনি বললেন ঃ 'জিবরাঈল এসে আমাকে এ খবর দিলেন যে, আমার উম্মত আমার এ বংশধরকে হত্যা করবে।' বললাম ঃ তাহলে আমাকে ঐ মাটি দেখান। তিনি আমার জন্য রক্তিম মাটি আনলেন।[১৫]

(৩) হযরত আয়েশার বর্ণনা ঃ

তারিখে ইবনে আসাকির মাকতালে খাওয়ারেযমী, মাজমাউয যাওয়ায়িদসহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য

১৩। মুসতাদরাকে সহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬, এবং এর সারসংক্ষেপ ১৭৯ পৃষ্টায়, তারিখে ইবনে আসাকির, হাদীসঃ ৬৩১ এবং এর নিকটবর্তী বর্ণনার হাদীস ৬৩০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯; মাকতালে খাওয়ারেযমী, ১ম খণ্ড পৃ. ১৫৯ ও১৬২, তারিখে ইবনে আসির ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃ. ২৩০ ৮ম খণ্ড পৃ. ১৯৯–ও এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছে । আমালীয়ে শাজায়ী পৃ. ১৮৮; ফুসুলুল মুহিম্মাহ, ইবনে সাব্বাগ মালিকী পৃ. ১৪৫। রাওদান নাদ্বির ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৯, সাওয়ায়েক্ব পৃ. ১১৫ এবং অন্য সংস্করণে পৃ. ২, ১৯০ ; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ট খণ্ড, পৃ. ২২৩ (প্রথম সংস্করণে)। আল খাসায়েসুল কোবরা ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৫। আহলে বাইতের (আঃ) অনুসারীদের গ্রন্থসমূহে, মুসিরুল আহযান, পৃ. ৮ লুহুফ, ইবনে তাউস, পৃ. ৬ও৭- এ বর্ণিত হয়েছে।

১৪। ইবনে আসাকিরের ইতিহাসে বিষয়টি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫। তারিখে ইবনে আসাকির, ইমাম হুসাইন (আঃ) সম্পর্কিত বর্ণনায়, হাদীস ৬২৯, মাজমাউয যাওয়াযি ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮ কানযুল উম্মাল ১৩তম খণ্ড, পৃঃ১১২, ইবনে কাসিরও তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯ এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিয়েছেন। আহলে বাইতের (আঃ) অনুসারীদের গ্রন্থ , আমালীয়ে শেখ তুসী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৩, মুসিরুল আহযান পৃ. ৭-১০, বর্ণনাটির শেষে গুরুত্বপূর্ণ একটি উপসংহার রয়েছে, বর্ণনায় লুহুফ ৭-৯ পৃ. ইত্যাদি। উম্মূল মুমিনীন যয়নাব বিনতে জাহশ রাসূলের (সাঃ) পত্নী।

গ্রন্থে আবি সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত হয়েছে [১৬] ঃ

হযরত আয়েশা বলেন আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হুসাইনকে (আঃ) তাঁর উরুতে বসিয়েছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁর (সাঃ) নিকট এসে বললেন ঃ 'এ আপনার বংশধর ?' মহানবী (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ। জিবরাঈল বললেন ঃ কিন্তু শীঘ্রই আপনার উম্মত (আপনার পরে) তাঁকে (আঃ) হত্যা করবে। মহানবী (সাঃ)-এর চোখ দু'টি অশ্রুসিক্ত হলো। জিবরাঈলকে বললেনঃ যদি আপনি চান তাহলে যে মাটিতে তিনি (ইমাম হুসাইন) শহীদ হবেন তা আপনাকে দেখাতে পারি। তিনি (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, তাই করুন।" জিবরাঈল (আঃ) তাফ (কারবালা) থেকে মাটি এনে হযরত (সাঃ)-কে দেখালেন।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে ঃ জিবরাঈল ইরাকের তাফের (কারবালা) দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং লাল রংয়ের মাটি তাঁকে দেখিয়ে বললেন ঃ এ হল তাঁর শাহাদাত স্থলের মাটি।[১৭]

এ বিষয়ে অন্যান্য বর্ণনাও এসেছে যা থেকে ফেরেশ্তা কর্তৃক আল্লাহর রাসূলকে (আঃ) ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর শাহাদাতের খবর দানের বিষয়টি সমর্থিত। যেমনঃ

(১) উম্মে সালমার বর্ণনা ঃ

মুসতাদরাকে সহীহাইন, তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তারিখে ইবনে আসাকিরসহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে [১৮]যে বর্ণনাকারী বলেন ঃ উম্মে সালমা (রাঃ) আমাকে সংবাদ দিলেন যে, এক রাতে মহানবী (সাঃ) ঘুমানোর জন্য বিছানায় শুলেন এবং (কিছুক্ষণ) পরে বিষন্ন অবস্থায় ঘুম থেকে উঠলেন, পুনরায় ঘুমিয়ে গেলেন ও নীরব হলেন। দ্বিতীয়বার প্রথমবারের চেয়ে আরও বেশী বিষন্ন অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। পুনরায় হাতে রক্তিম বর্ণের মাটি হাতে নিয়ে তাতে চুম্বনরত অবস্থায়-জেগে উঠলেন। আমি বললাম ! হে আল্লাহর রাসূল! এ মাটি কিসের ? তিনি (সাঃ) বললেন! " জিবরাঈল আমাকে সংবাদ দিল যে, সে (হুসাইন (আঃ)) ইরাকের মাটিতে শহীদ হবে। আমি জিবরাঈলকে বললাম যে মাটিতে শহীদ হবে তা আমাকে দেখাও। আর এ হল সেখানকার মাটি।"

হাকিম বলেন ঃ এ হাদীস প্রসিদ্ধ দুই হাদীসবেত্তার (বোখারী ও মুসলিম) শর্তানুসারে সহীহ হাদীস বলে গণ্য কিন্তু তারা এটি তাদের নিজেদের গ্রন্থে বর্ণনা করেন নি।[১৯]

১৬। খাওয়ারেযমীর বর্ণনানুসারে

১৭। তাবাকাতে ইবনে সাদ, হাদীস ২৬৯, তারিখে ইবনে আসাকির ইমাম হুসাইন (আঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা, হাদীস নং ৬২৭, মাকতালে খাওয়ারেযমী ১ম খণ্ড,পৃ. ১৫৯, মাজমাউয যাওয়ায়েদ ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ ও ১৮৮, কানযুল উম্মাল ১৩তম খণ্ড, পৃ. ১০৮ (নতুন সংস্করণ) ও ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩ (পুরাতন সংস্করণ) । আস্ সাওয়ায়িকুল মুহরিকা ইবনে হাজার, পৃ ১১৫, খাসায়েসুস সুয়ূতি, খণ্ড-২ পৃ. ১২৫ও ১২৬, জাওহারাতুল কালাম আল কুররাতু গাউলি পৃ. ১১৭ এবং আমালি, শেখ তুসী [আহলে বাইতের (আঃ) অনুসারীদের গ্রন্থসমুহের অর্ন্তভূক্ত] ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২৫ ও আমালীয়ে শাজারী পৃ. ১৭৭ বিস্তারিত জানতে দেখুন।

১৮। মুসতাদরাকের বর্ণনা অনুসারে ।

১৯। মুসতাদরাকে সহীহাইন ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯৮, আল মো'জামূল কাবির তাবরানী হাদীস নং ৫৫, তারিখে ইবনে আসাকির, হাদীস নং ৬১৯, তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ, গবেষণা ও প্রকাশ, আব্দুল আজীজ তাবাতাবায়ী, পৃ. ৪২-৪৪ হাদীস

(২) আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা ঃ

মুসনাদে আহমাদ, আল-মো'জামূল কাবির তাবরানী, তারিখে ইবনে আসাকিরসহ আহলে সুন্নাতের অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত ঃ [২০]

আনাস ইবনে মালিক বলেন ঃ 'ক্বাতর' নামক এক ফেরেশতা আল্লাহর কাছে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। মহান আল্লাহ তাঁকে অনুমতি দিলেন এবং সে ফেরেশতা রাসুলের 'উম্মে সালমার' গৃহে অবস্থানের দিবসে আসলেন। মহানবী (সাঃ) উম্মে সালমাকে বললেন ঃ সাবধান থেকো, কেউ যেন আমাদের মজলিশে প্রবেশ না করে। এমন সময় তিনি যখন কক্ষে অবস্থান করছিলেন হঠাৎ হুসাইন ইবনে আলী (আঃ) দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। রাসূলও (সাঃ) তাকে তুলে নিয়ে চুম্বন করলেন। ঐ ফেরেশতা বললো ঃ তাঁকে (আঃ) ভালোবাসেন? তিনি (সাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ। বললো ঃ 'আপনার উম্মত খুব শীঘ্রই তাঁকে হত্যা করবে। যদি আপনি চান তবে যে স্থানে তিনি শহীদ হবেন তা আপনাকে দেখাতে পারি'। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, দেখতে চাই। (উম্মে সালামা) বলেন ঃ ঐ ফেরেশতা [ইমাম হুসাইনের (আঃ)] শাহাদাতের স্থান থেকে এক মুষ্ঠি মাটি এনে হযরত (সাঃ)-কে দেখালেন। কিছুক্ষণ পর রক্ত মিশ্রিত কিছু বালি বা রক্তিম মাটি আনলেন। উম্মে সালমা তা গ্রহণ করলেন এবং নিজের কাপড়ে রাখলেন। হাদীসের বর্ণনাকারী সাবিত বলেন ঃ আমরা (ঐ সময়) বলতাম ঃ এ হল কারবালা! [২১]

খ – যেসব রেওয়ায়েতে বলা হয় যে মহানবী (সা.) কাঁদতে নিষেধ করেছেন সেগুলোর উৎস ঃ

সহী মুসলিম ও সুনানে নাসাঈতে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত হাফসা হযরত ওমরের জন্য কান্নাকাটি করেছিলেন। হযরত ওমর বললেন ঃ 'শান্ত হও আমার কন্যা। তুমি কি জান না যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি তার জন্য স্বজনদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি ভোগ করে ?!' [২২]

অপর এক রেওয়ায়েতে এসেছে ঃ হযরত ওমর বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন ঃ মৃত ব্যক্তি তার

নং ৬২৮, তারিখুল ইসলামে যাহাবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১। সিয়ারু আলামুন নুবালা এ লামুনন্নব ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪,ও ১৯৫। মাকতালুল খাওয়ারেযমী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮ ও ১৫৯, যাখায়েরুল ওক্বা, মুহিব আত্ তাবারী পৃ. ১৪৮ও ১৪৯তারিখে ইবনে কাসির ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩০, কানযুল উম্মাল, মোত্তাকী ১৬ তম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

২০। মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বলের বর্ণনা অনুসারে।

২১। মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪২ ও ২৬৫। তারিখে ইবনে আসাকির, ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর জীবনী অধ্যায়, হাদীস নং ৬১৫ ও ৬১৭ এবং তাহযীবে তারিখে ইবনে আসাকির ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২৫, মো'জামূল কাবির তাবরানী ইমাম হুসাইন (আঃ) জীবনী অধ্যায়, হাদীস নং৪৭, মাক্বতালে খাওয়ারেযমী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬০-১৬২। তারিখে ইসলামে যাহাবী, ৩য় খণ্ড,পৃ. ১০, সিয়ারু আলামুন নুবালা ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪, যাখায়িরুল উকবা, পৃ. ১৪৬,ও ১৪৭ মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৭ ও পৃ. ১৯০ ও ভিন্ন সনদে বর্ণিত। তারিখে ইবনে কাসির, অধ্যায়ঃ আল আখবার বিমাক্বতালিল হুসাইন ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৯ এর বর্ণনাটি এরূপঃ আমরা শুনলাম যে তিনি (আঃ) কারবালায় শহীদ হবেন। " এবং ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৯৯। কানযুল উম্মাল ১৬ তম খণ্ড, পৃ. ২৬৬। আসসাওয়ায়িকুল মুহরিকা, ইবনে হাজার পৃ. ১১৫, আদ্ দালায়েল, আবি নায়িম ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০২ আল রাওযাননাদির ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯২। আলমাওয়া হিবুল লাদুননিয়া কাসতালানী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫, খাসায়েসু সূযূতী ২য় খণ্ড, পৃঃ২৫, মাওয়ারেদু দামআন বিযাওয়ায়েদে সহীহে ইবনে হাব্বান, আবু বাকর হাইতামী পৃ. ৫৫৪ আহলে বাইতের (আঃ) অনুসারীদের গ্রন্থসমূহেও এরূপ বর্ণনা এসেছে ঃ আমালীয়ে শেখ তুসী (৩/৪৬০হি) ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১ যার বিষয়বস্তু এরূপ (মহান ফেরেশতাদের মধ্যে এক মহান ফেরেশতা.. .. ..)

২২। সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯, কিতাবুজ জানায়েয, "আলমায়্যিতু ইউআজ্জাবু বিবুকায়ী আহলিহি আলাইহী" অধ্যায়, সুনানি নাসাঈ ৪র্থ খণ্ড-৪ পৃ. ১৮, কিতাবুল জানায়িয অধ্যায় ঃ আন নাহি আনিল বুকাউ আলাল মায়্যিত।

কবরে তার জন্য অন্যদের বিলাপ ও কান্নাকাটির কারণে শাস্তি পায়।[২৩]

আরও একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন ঃ যখন হযরত ওমর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে তার জন্য আর্তচিৎকার ও বিলাপ করা হচ্ছিলো। যখন তার জ্ঞান ফিরে আসলো তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা কি জান না যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ"মৃত ব্যক্তি তার জন্য জীবিতদের কান্নাকাটির কারণে শাস্তি ভোগ করে?!" [২৪]

হযরত আয়েশার মাধ্যমে হাদীসের ভুল ব্যাখ্যার অপনোদন

সহীহ বোখারী, সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ "মদিনায় যখন পৌঁছলাম আমীরুল মুমিনীন (হযরত ওমর) তখনও সফরের গ্লানি কাটিয়ে উঠেননি। এ অবস্থায় আততায়ী কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হন। সাহিব 'হায় আমার ভাই! হায় আমার সাথী!' বলে আর্তনাদ করতে করতে তার শিয়রে আসলো। হযরত ওমর বললেন ঃ তোমরা কি শুননি যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন ঃ 'মৃত ব্যক্তি কোন কোন ক্ষেত্রে তার জন্য আত্নীয়-স্বজনদের ক্রন্দনের কারণে শাস্তি ভোগ করে?!'

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ আমি উঠে দাঁড়ালাম ও হযরত আয়েশার নিকট গেলাম এবং যা ঘটেছে সে সম্পর্কে হযরত আয়েশাকে জানালাম। হযরত আয়েশা বললেনঃ না, আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কখনোই বলেন নি যে, 'মৃত ব্যক্তি কারো কান্নাকাটির জন্য শাস্তি ভোগ করে।' বরং তিনি (সাঃ) বলেছেন ঃ

إنَّ الكافِرَ يَزِيدُهُ اللهُ بِبُكاءِ اَهلِهِ عَذاباً وَ إنَّ اللهَ لَهُوَ اَضحَكَ وَ اَبكي.. وَ لا تَزِرَةُ وِزرَ اُخري

মহান আল্লাহ কাফেরদেরকে তাদের স্বজনদের কান্নার জন্য বেশী শাস্তি দেন এবং মহান আল্লাহই হাসান ও কাঁদান এবং কেউই অন্য কারো পাপের বোঝা বহন করে না।"

কাসেম ইবনে মোহাম্মাদ বলেনঃ যখন হযরত ওমর ও তার পুত্রের কথপোকথন সম্পর্কে হযরত আয়শা জানলেন তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা আমার নিকট কেন এমন কারো খবর দিচ্ছ যিনি না মিথ্যাবাদী এবং না মিথ্যাচারী, তথাপি (সে যাই হোক) মানুষ ভুল শুনে থাকে।[২৫]

সহীহ মুসলিম, সহীহ বোখারী, সুনানে তিরমিযি ও মুয়াত্তায়ে মালিকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

হিশাম বিন উরওয়াহ তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত আয়েশার নিকট বলা হলো যে, ইবনে ওমর বলেছেন ঃ মৃত ব্যক্তি তার জন্য তার আত্নীয়-স্বজনের কান্নার ফলে শাস্তি ভোগ

২৩। সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯, সহীহ তিরমিজী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২২, কিতাবুল জানায়িয ২৪ তম অধ্যায়, সুনানি ইবনে মাযা ১ম খণ্ড,পৃ. ৫০৮, কিতাবুল জানায়িয , অধ্যায় ঃ আল মায়্যিতু ইউআজ্জাবু বিমা নুয়িহা আলাইহী ।

২৪। সহীহ মুসলিম ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯, সুনানি নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮

২৫। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, অধ্যায়-৯, হাদীস-২২ও ২৩, সহীহ বোখারী, কিতাবুল জানায়িয , "ইউআজ্জাবুল মায়্যিতু বিবুকায়ি আহলিহী আলাইহী" অধ্যায় ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫ও ১৫৬, সুনানি নাসায়ী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৮, কিতাবুল জানায়িয , "আন্নিয়াহাতু আলাল মায়্যিত" আল ইজাবাতু লা ইয়ুরাদু মা ইসতাদরাকাতহু আয়িশা আলাস্ সাহাবা, যারকাশী পৃ. ৮২, ইসতিদরাকুহ আলা উমর ইবনিল খাওাব।

করে। হযরত আয়েশা বললেন ঃ মহান আল্লাহ আবা আব্দুর রহমানকে ক্ষমা করুন; তিনি কিছু শুনেছেন তবে ভাল করে বুঝতে পারেন নি। (ঘটনাটি ছিল এরকম যে,) কোন এক ইহুদী ব্যক্তির জানাযা (তার জন্য ক্রন্দনরত অবস্থায়) মহানবীর (সাঃ) নিকট দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হযরত (সাঃ) বললেন ঃ "তোমরা কাঁদছো, আর সে শাস্তি পাচ্ছে।" [২৬]

ইমাম নাবাভী (মৃত্যু ৬৭৬ হিঃ) সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যায়, মৃতের জন্য ক্রন্দন নিষেধ সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বলেন ঃ এ হাদীসটি শুধুমাত্র হযরত ওমর ও তার পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা সেগুলোকে অস্বীকার করেছেন এবং এটিকে তাদের দু'জনের ভ্রান্তি বলে মনে করেছেন। এছাড়া মহানবী (সাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনাকেও তিনি অস্বীকার করেছেন। [২৭]

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) হযরত ওমরকে (ক্রন্দনে) নিষেধ করতে বারন করেছেন

সুনানে নাসায়ী, সুনানে ইবনে মাযাহ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে ২৮ যে, সালমা ইবনে আযরাক বলেনঃ আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) কোন এক আত্নীয় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। নারীরা সমবেত হয়ে তার জন্য ক্রন্দন করছিলো। হযরত ওমর উঠে দাঁড়ালেন এবং তাদেরকে এ কাজে নিষেধ করছিলেন ও সভা ভেঙ্গে দিচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন ঃ ওমর তাদেরকে তাদের অবস্থায় থাকতে দাও, যে চোখগুলো অশ্রুসিক্ত, হৃদয় মুসিবতে দগ্ধ আর এ হারানোর ব্যথা সদ্য।[২৯]

মুসনাদে আহমাদে ওহাব ইবনে কায়সান সূত্রে মোহাম্মাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, সালমা ইবনে আযরাক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথে বাজারে বসেছিল। এমন সময় একদল লোক জানাযা নিয়ে যাচ্ছিল ও মৃতের জন্য ক্রন্দন করছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর এ কাজটিকে অপছন্দনীয় মনে করতেন বলে তাদের এরূপ আচরণে মৌখিক প্রতিবাদ জানালেন। সালমা ইবনে আযরাক তাকে বললেন ঃ এমনটি বলবেন না! কারণ আমি স্বয়ং সাক্ষী ছিলাম ও আবু হুরায়রাকে এরূপ কাজে বাঁধা দিতে নিষেধ করতে দেখেছি। মারওয়ানের পরিবারের এক মহিলা মৃত্যুবরণ করেছিলো এবং মারওয়ান যেসব মহিলারা তার জন্য কান্নাকাটি করছিল তাদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার আদেশ দিচ্ছিল। আবু হুরায়রা সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বললেন ঃ হে আব্দুল মালেকের পিতা, তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দাও। কারণ একবার এক জানাযা মহানবীর (সাঃ)

২৬। সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয , অধ্যায়–৯, হাদীস ২৫, সহীহ বোখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৬, কিতাবুল জানায়িয , অধ্যায়ঃ " আলমায়্যিতু ইউআজ্জাবু বিবুকায়ি বা'দ্বি আহলিহি " সহীহ তিরমিযি, কিতাবুল জানায়িয , অধ্যায়-২৫, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৬ ও ২২৭, মুয়াত্তা মালিক ১ম খণ্ড, পৃঃ২৩৪, কিতাবুল জানায়িয অধ্যায়ঃ আন নাহি আনিল বোকা আলাল মায়্যিত।

২৭। শারহি সহীহ মুসলিম, আল ইমাম আন নাবাভী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৮, কিতাবুল জানায়িয ।

২৮। বিষয়বস্তু নাসায়ীর বর্ণনা অনুসারে

২৯। সুনানে নাসায়ী ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯, "আর রুখসাতু ফিলবুকায়ি আলাল মায়্যিত" অধ্যায়। মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃ. ১১০,২৭৩,৪০৮,৪৪৪,সুনানে ইবনে মাযা ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫, কিতাবুল জানায়িয, অধ্যায়ঃ মা জায়া ফিল বুকা আলাল মায়্যিত, হাদীসঃ ১৫৮৭

৩০। মুসনাদে আহমাদ ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭৩ ও ৪০৮ এবং এর কাছাকাছি অর্থের বর্ণনা পৃ. ৩৩৩।

সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। আমি ও ওমর ইবনে খাত্তাবও হযরত (সাঃ) এর পাশে ছিলাম। ওমর ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযার নিকট থেকে তার জন্য ক্রন্দনরত নারীদের ছত্রভঙ্গঁ করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেনঃ হে খাত্তাবের পুত্র, তাদেরকে তাদের মত থাকতে দাও। তাদের অন্তরগুলো স্বজন হারানোর শোকে বিদগ্ধ, তাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত এবং তাদের হৃদয়গুলো ব্যথাতুর। [৩০]

গ. বর্ণনাগুলোর তুলনা ও ফলাফল

প্রথম অংশের বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত্যু পথ যাত্রী ও মৃতের জন্য ক্রন্দন করা, একইভাবে মৃতদের মাযারে (শহীদ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি) তাদের জন্য ক্রন্দন করা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শের অর্ন্তভুক্ত আছে।

দ্বিতীয় অংশের বর্ণনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) একাধিকবার তার শহীদ বংশধর হুসাইন (আঃ)-এর জন্য কান্নাকাটি করেছিলেন। আর এ প্রমাণের ভিত্তিতে হুসাইন (আঃ)-এর জন্য হযরতের (সাঃ) কান্নাকাটি প্রথম অংশের বর্ণনার সদৃশ এবং মহানবীর (সাঃ) সুন্নত ও কর্মরীতির অন্তভুর্ক্ত বলে পরিগণিত হয়।

তৃতীয় অংশের বর্ণনাগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির ওপর কান্নাকাটি নিষিদ্ধ সম্পর্কিত বর্ণনা কেবল দ্বিতীয় খলিফা ও তার পুত্র আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে। অপরদিকে উম্মূল মু'মিনীন আয়েশা তাদের ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন ঃ "মহান আল্লাহ আবা আদূর রহমানকে ক্ষমা করুন, তারা কিছু শুনেছে, কিন্তু অনুধাবন করতে পারে নি।" এছাড়া অন্যান্য সাহাবার বক্তব্য যেমনঃ আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস যখন এ বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন ঃ মৃতের জন্য ক্রন্দন সম্পর্কে দ্বিতীয় খলিফা ও তার পুত্র আব্দুল্লাহ মহানবী (সাঃ) থেকে যা বর্ণনা করেছেন, তা ছিল ভুল তখন নিঃসন্দেহে বলা যায় মৃত্যু পথযাত্রী এবং মৃতের জন্য ক্রন্দন করা, এমন কি মৃতের মাযারে তার জন্য ক্রন্দন করা মহানবীর (সাঃ) সুন্নাত ও জীবনচরিতেই বিদ্যমান। ফলে হুসাইন (আঃ)-এর জন্য কান্নাকাটি করাও আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাত বলেই গণ্য।